প্রথম আলো

27 APR 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

অভিমত

ছাত্র রাজনীতির ভূমিকা ও পরিসর নিয়ে ভাবতে হবে

সিদ্দিক-ই-রব্বানী

একজন বলছিলেন, ২১ বছরের বেশি বয়সী যে কেউ ভোট দিতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের অনেকেরই এ বয়স পেরিয়েছে, তাই রাজনীতি তারা তো করতেই পারে। কথাটার মধ্যে কোথায় যেন একটা ফাঁক রয়ে গেছে মনে হচ্ছে।

মানুষের জন্য অনেকগুলো কর্মক্ষেত্র বা মঞ্চ রয়েছে—যেমন ব্যক্তিজীবনের মঞ্চ, পরিবারের মঞ্চ, নিজস্ব এলাকার সামাজিক মঞ্চ, পেশাদারি কর্মক্ষেত্র, বিভিন্ন সমাজ, সমিতি, দেশ ও গোটা বিশ্বের মঞ্চ। আমাদের প্রতিটি মানুষকেই একসঙ্গে একাধিক মঞ্চে কাজ করে যেতে হয়। তবে যেহেতু এক ব্যক্তির পক্ষে সব মঞ্চে কাজ করা সম্ভব নয়, তাই নিজের যোগ্যতা ও অবস্থানভেদে কিছুটা ভাগাভাগি করে নিয়েছি—কোথাও কারো ভূমিকা বেশি, কারো কম। সব মঞ্চের মধ্যে একটি গভীর যোগাযোগ রয়েছে, একটি 'হারমোনিয়াস' বিশ্ব গড়ে তুলতে এর প্রতিটি একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। এর প্রতিটি মঞ্চেরই কিছু সুনির্দিষ্ট চাহিদা ও ধরন রয়েছে, তা যদি ঠিকমতো না করা হয় তবে গোটা 'হারমনি'তে আঘাত পড়বে। যেমন পরিবারের জন্য রোজ খাবারের ব্যবস্থা করা পরিবারের কোনো কোনো সদস্যের একটি ভূমিকা। সাধারণ অবস্থায় এটি কোনোভাবেই বন্ধ করা যাবে না, এমনকি পরিবারের কারো মৃত্যু হলেও। পরিবারের বাইরের বৃহত্তর পরিসরের কোনো মঞ্চের স্বার্থেও নয়। তবে বিশেষ প্রয়োজনে কখনো হয়তো দু-এক বেলার জন্য এ দায়িত্বকে পিছিয়ে দেওয়া যায় মাত্র, এর বেশি নয়। যেমন ধরা যাক, পাড়ায় ডাকাত পড়েছে। তখন সবাইকে নেমে যেতে হবে ডাকাতের মোকাবিলায়, খাবারের সময় হলেও। তবে এ অবস্থাটি কখনোই দীর্ঘস্থায়ী নয়, তাই ডাকাত তাড়ানো হয়ে গেলেই আবার সাধারণ ভূমিকায় চলে আসতে হবে। আবার কিছু সমস্যা দীর্ঘমেয়াদি হতে পারে—যেমন ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় পাড়ার সবাই মিলে আশপাশের সবকিছু পরিষ্কার করার কাজ, সবাইকে সচেতন করে তোলার কাজ। সে ক্ষেত্রে হয়তো বিনোদন বা সে জাতীয় কোনো কাজকে ত্যাগ করতে হতে পারে, কিন্তু দৈনিক খাওয়ার ব্যাপারটিকে কখনোই ত্যাগ করা চলবে না।

এখন আসা যাক বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের মঞ্চে একজন তরুণ ছাত্রের ভূমিকা বা 'রোল' কী হবে, সে আলোচনায়। এটি পরিষ্কার যে, একজন ছাত্রের সর্বপ্রথম ভূমিকা হচ্ছে জ্ঞান অর্জন করা, যেন সে ভবিষ্যতে দেশকে গড়তে ও নেতৃত্ব দিতে পারে। এটির গুরুত্ব অনেকটা পরিবারের খাওয়া-দাওয়ার মতো—যত কিছুই হোক না কেন, লেখাপড়ার ব্যাপারটিকে কিছুতেই ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না। লেখাপড়ার পাশাপাশি একজন ছাত্রকে বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হতে হবে। কারণ এগুলোও শিক্ষার অংশ। ছাত্র রাজনীতিও এ ধরনের শিক্ষারই একটি ব্যাপার। কিন্তু প্রথমেই 'রাজনীতি' বলতে কী বুঝি একটু আলোচনা করা দরকার। আমি মনে করি ইংরেজি Politics শব্দের পরিভাষা হিসেবে 'রাজনীতি' শব্দটি ঠিক হয়নি। বাংলা শব্দটির মধ্যে কেমন যেন ঔপনিবেশিক গন্ধ আছে, যা আমাদের চিন্তাকে ভুল দিকে নিয়ে যায়। তাই দেখতে পাই যারা রাজনীতি করেন, নির্বাচিত হয়ে সংসদে যাওয়ার পরই মানসিকভাবে ও বাস্তবে জনসাধারণ থেকে বহু দূরে চলে গিয়ে 'এলিট' বা 'রাজা' হয়ে যান। সাধারণ মানুষও এ অবস্থাটি মনে মনে স্বীকার করে নিয়েছে। যদিও ভাষার ব্যাপারে আমার জ্ঞান কম, তবে ডিকশনারি দেখে মনে হয় Politic, Politic, Polity ইত্যাদি শব্দের সঙ্গে Politics শব্দটি সম্পর্কিত। তার মানে কিছু সুসভ্য মানুষের সুন্দর গুণাবলি সমাজবদ্ধভাবে প্রকাশের প্রয়োজনে এসেছে Politics নামক কর্মকাণ্ড। এর সঙ্গে গণতন্ত্রের প্রয়োজনগুলো মিশিয়ে বলতে পারি, Politics-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সমান অধিকার ও সম্মানের অধিকারী দেশের সুসভ্য জনগণের সমাজবদ্ধ প্রচেষ্টা ও ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে ফুটিয়ে তোলা, যাকে অন্যভাবে বলা যায় জনগণের সেবা করা। এ আলোকে মনে হয় 'রাজনীতি' শব্দটির বদলে 'গণসেবানীতি' বা এ ধরনের কোনো শব্দ বেছে নিলে ভালো হতো।

তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি তথাকথিত 'রাজনীতি'র মূল উদ্দেশ্য হলো জনগণের সেবা করা। জাতীয় মঞ্চের রাজনীতি হলো দেশের জনগণের সেবা, শিল্প-কারখানার মঞ্চের রাজনীতি হবে ওই কারখানার শ্রমিকদের সেবা, একইভাবে ছাত্র রাজনীতির উদ্দেশ্য হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের সেবা। তেমনি শিক্ষক রাজনীতি হবে শিক্ষকদের সেবা, আর পরিবারের রাজনীতি হবে নিজ পরিবারের সদস্যদের সেবা। ২১ বছরের বেশি বয়সী একজন ছাত্র ব্যক্তিগতভাবে জাতীয় রাজনীতিতে অংশ নিতে পারে, কিন্তু সেটি হতে হবে জাতীয় মঞ্চে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভেতরের মঞ্চে নয় বা পরিবারের মঞ্চে নয়। তুলনা করুন, জাতীয় 'রাজনীতি'র মঞ্চে আমার সফলতার প্রয়োজনে পরিবারের সবাইকে যদি যুক্ত রাখি, সন্তানদের লেখাপড়ার ক্ষতি করি বা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জাতীয় মঞ্চে আমার দলকে ভারী করার জন্য টানা-হেঁচড়া করি, সেটা কি উচিত হবে? কারণ এতে আমার পরিবারের 'রাজনীতি' নষ্ট হচ্ছে। ঠিক তেমনি, ছাত্র বা শিক্ষকদের মধ্যে যে কেউ ব্যক্তিগতভাবে জাতীয় মঞ্চে তার ভূমিকাকে সফল করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মঞ্চকে যদি ব্যবহার করেন, তবে তা হবে ঘোরতর অন্যায়। কারণ এতে সত্যিকারের 'ছাত্র-রাজনীতি' বা 'শিক্ষক-রাজনীতি'র ক্ষতি হচ্ছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় রাজনীতির এ অনধিকার প্রবেশের কারণে আজ ছাত্র সুশিক্ষিত হতে পারছে না, তার জীবনবোধ ও দূরদর্শিতা গড়ে উঠছে না। এর ফলে যখন বড় হয়ে জাতীয় রাজনীতির মঞ্চে ঢুকছে, দেশের সমস্যা সমাধানে সম্পূর্ণ আন্তরিক হলেও কিছু করে উঠতে পারছে না সে; কারণ সে তো বাস্তবে 'অশিক্ষিত' রয়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত জনগণের সেবার উদ্দেশ্য বাদ দিয়ে নিজের সেবা করাতেই ব্যস্ত হওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকে না, যা আমরা দেখতে পাচ্ছি অহরহ। আশা করি ছাত্র রাজনীতির ভূমিকা ও পরিসর নিয়ে চিন্তা করাতে উপরের আলোচনাটি সবাইকে সহায়তা করবে।

সিদ্দিক-ই-রব্বানী : পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।